১- মুবাহিলার আয়াতে নবীর (সাঃ) আহ্‌লে বাইত ঃ

فَمَنْ حآجَّكَ فيه من بَعد ماَ جآءَكَ مِنَ الْعلْمِ فَقُلْ تعالَوْا نَدعُ أَبْنآءَنَا وَ أَبْنآءَكُمْ وَ نسآءَنَا و نِسآءَكُمْ و أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ الله عَلَى الْكَذبينَ.

-"যখন (ঈসা সম্পর্কিত) জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পরেও তারা তোমার ব্যাপারে কথা বলছে এবং তোমার উপর চড়াও হচ্ছে তখন তুমি রূখে দাড়াও আর তাদেরকে বল ঃ আমি আমার মহিলাদেরকে নিয়ে আসবো তোমরাও তোমাদের মহিলাদেরকে নিয়ে আসবে, আমি আমার সন্তানদেরকে নিয়ে আসবো তোমরাও তোমাদের সন্তানদেরকে নিয়ে আসবে, আমি আমার নফসকে নিয়ে আসবো তোমরাও তোমাদের নফসকে নিয়ে আসবে, তারপর মুবাহিলা করবো এবং আল্লাহ্‌র লানতকে মিথ্যাবাদিদের উপর বর্ষণ করবো"।

ঘটনাটি এরূপ ঃ

নাজরান শহরের খৃষ্টানরা নবীর (সাঃ) সাথে ধর্মীয় বিষয়ে মুনাযিরাহ্ করতে মদীনায় আসে এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর মুনাযিরাহ্ করে কিন্তু যখন কোন ক্রমেই তারা বিজয় অর্জন করতে পারছিলনা তখন তারা মুনাযিরাহ্ বন্ধ করার ইচ্ছায় বলল ঃ এ সকল কিছু আমাদেরকে সন্তোষ্ট করতে পারবে না, তাই আমরা মুবাহিলাহ্ করতে প্রস্তুত। অর্থাৎ একটি স্থানে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে শুরু করবো এবং একে অপরের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত ধিক্কার দিব যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে এক পক্ষকে ধ্বংস না করছেন।

নবীর (সাঃ) প্রতি উল্লেখিত আয়াতটি আসার কারণে তিনি মুবাহিলার প্রস্তাবকে স্বাদরে গ্রহণ করলেন। সকল মুসলমানরাও এই বিষয়ের প্রতি অবগত হলেন। তাই তারা একে অপরের সাথে বলতে শুরু করলো এই মুবাহিলায় কি ঘটবে?!

সকলেই অধির আগ্রহে মুবাহিলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। নির্দিষ্ট দিন পৌছালো (৯ম হিজরীর ২৪শে যিলহাজ্জ)। নাজরানের প্রতিনিধিরা তাদের নিজস্ব সভায় একটি মনোবিজ্ঞানীক বিষয় ব্যবহার করেছিল যা হচ্ছে নিজেদের সকলকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছিল যে, যদি মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক লোকজনসহ হৈ চৈ করে মুবাহিলা করতে আসেন তাহলে তাঁর সাথে মুবাহিলাহ্ করবে এবং ভয় পাবে না।

কেননা তাঁর কাজে কোন সত্যতা নেই, কারণ তিনি হৈ চৈ করে জিততে চায়। আর যদি তিনি নিজের বিশেষ সন্তান-সন্তোতি ও আত্মীয়-স্বজনদের অল্প কয়েকজনকে নিয়ে মুবাহিলায় অংশ গ্রহণ করে তবে তাঁর সাথে মুবাহিলাহ্ করবে না। কেননা তা হবে আমাদের জন্য ক্ষতিকর ও ভয়ানক।

নাজরানের প্রতিনিধিরা মুবাহিলার নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে তৌওরাত ও ইঞ্জিল পড়ে খোদা তা'য়ালার ইবাদত করার জন্য প্রস্তুত হল এবং ঐ স্থানে নবীর (সাঃ) আসার অপেক্ষায় থাকলো। হটাৎ তারা দেখলো যে, নবী (সাঃ) চারজনকে সাথে নিয়ে আসছেন যার একজন হচ্ছেন মহিলাদের স্থানে নিজের কন্যা হযরত ফাতিমা (সালাঃ), অপরজন হচ্ছেন নফসের স্থানে তাঁর জামাই হযরত আলী (আঃ) এবং অন্যরা হচ্ছেন সন্তানদের স্থানে হযরত ফাতিমা ও হযরত আলীর (আঃ) দুটি শিশু সন্তান ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আঃ)।

শারজীল, (যে ছিল নাজরান প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি) তার সঙ্গী-সাথীদেরকে বলল ঃ আল্লাহ্র কসম আমি এমন কয়েকজনকে দেখছি যে, তারা যদি আল্লাহ্র কাছে চায় যে পাহাড় তাদের নিজেদের স্থান পরিবর্তন করুক তবে অবশ্যই তাই ঘটবে। তাদেরকে ভয় পাও এবং মুবাহিলাহ্ করো না।

যদি মুহাম্মদের (সাঃ) মুবাহিলাহ্ কর তবে আমাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। আমার কথা বিশ্বাস কর। পরবর্তীতে না শুনলেও অন্ত্যতপক্ষে এবারের জন্য হলেও আমার কথা শোন।

শারজীলের পীড়াপিড়ী নাজরানের প্রতিনিধিদের উপর প্রভাব বিস্তার করলো। বিশেষ ধরনের অস্থিরতা তাদেরকে ঘিরে ধরলো। দ্রূত তাদের একজনকে নবীর (সাঃ) স্বাক্ষাতে প্রেরণ করলো এবং মুবাহিলাহ্ বন্ধ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানালো এবং শান্তি চুক্তির পরামর্শ দিল।

নবী (সাঃ) তাদের উপর অনুগ্রহ করলেন এবং সহজ শর্তস্বাপেক্ষে তাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এই শান্তি চুক্তি চারটি ধারায় সম্পাদিত হয় যা নিম্নরূপ ঃ

১- নাজরানের জনগণ (ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে নিরাপত্তা সংরক্ষণের সাথে সাথে) প্রতি বছরে দুই হাজার আলখেল্লা পোশাক দুই কিস্তিতে দিতে বাধ্য থাকবে।

২- নবীর (সাঃ) প্রেরীত ব্যক্তি নাজরান শহরে একমাস ও তার অধীক সময় সেখানে থাকার অধিকাক প্রাপ্ত হবেন।

৩- যখনই ইয়ামানে ইসলামের বিরুদ্ধে শোরগোল হবে তখনই নাজরানের জনগণ ত্রিশটি যুদ্ধর পোশাক (যেরেহ্) ও ত্রিশটি উট নিশ্চয়তা প্রাপ্ত ঋণ হিসেবে ইসলামী সরকারকে দিতে বাধ্য থাকবে।

৪- এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে সুদ খাওয়ার পদ্ধতি নাজরানের জনগণের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হল।

হ্যাঁ নাজরানের প্রতিনিধিরা এরূপ বাধ্য-বাদকতাসহ আত্মসমর্পীত হল। যেহেতু তারা উম্মূক্ত আলোচনায় হেরে গিয়েছিল তাই নাজরানের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওনা হল[১]।

আর এই আয়াতটি (সূরা আলে্ ইমরানের ৬১ নং আয়াতটি) নবীর (সাঃ) আহ্লি বাইতের (আঃ) পবিত্রতা এবং বিশিষ্টতার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

[১]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ২১, পৃঃ- ৩১৯ থেকে ৩২৪ পর্যন্ত। সিরাহ্ ইবনে হিশাম, খণ্ড-২, পৃঃ- ১৭৫। ফুতুহুল বিলাদান, পৃঃ- ৭৬। আকবালে সাইয়্যেদ ইবনে তাউউস, ৪৯৬ পৃষ্ঠার পর থেকে।